জাগতিক

iv ‡eqv LvZ b

উপন্যাস

ওরা তখন কথা বলছে। বলেই যাচ্ছে। ননস্টপ। ভাসমান মেঘের ওপর দিয়ে প্লেন এগুচ্ছিল। জানালার বাইরে গনগনে দুপুর। এখন চলছে আলো-ছায়ার খেলা। কখন ঘনাল কালো চাক্ চাক্ মেঘ। সেগুলো আর নিচে নয়। চারদিক ঘিরে ফেলেছে। সিট সংলগ্ন স্ক্রিনে কম্পিউটার থেকে একটু আগেও জানান দেওয়া হচ্ছিল জাহাজের গতিবেগ, বাতাসের উচ্চতা, ক্রস করছে কেনিয়ার সীমান্ত। ঝকঝকে রোদে খানিক আগেও স্পষ্ট ছিল ভারত মহাসাগর। এখন মাইকে ভেসে আসছে ক্রুদের কারো কণ্ঠস্বর- বাম্পিং হচ্ছে। প্লিজ আপনারা বেল্ট বেঁধে বসুন।

ছোটখাটো একটু লাফ দিয়ে কে জানে কতটা নামল এয়ারক্রাফট। সূর্য সামান্য ঝুঁকে বাইরের দিকে তাকাল। চশমা ঠিক করে সোজা হয়ে বসল আবার। মাঝের হাতলটা অনেক আগে তুলে দিয়েছে। এক হাতে নেফারতিতির পিঠ বেস্টন করে প্রায় নিয়ে এসেছে নিজের আধেক বুকের কাছে। আর একটিতে চেপে ধরেছে ওর ডান হাত। ধরেছিল নেফারতিতিও। চোখ ভরে দেখছিল একজোড়া ফর্সা ও শ্যামলা হাতের কালার কম্বিনেশন। অদ্ভুত ঝিম্ ধরা ভালো লাগা মুহূর্ত। টের পাচ্ছিল ঘামছে একটু একটু। সূর্যের লম্বা হাত, ঘন কালো চশমা। নেফারতিথির ধবল মসৃণ হাতের মধ্যে মিশ খেয়ে একাকার। সম্মোহক সেই দৃশ্য থেকে চোখ ফেরাতে পারছিল না। অথচ কথা বলছিল সে-ই।

ঘোষণা শুনে নেফারতিতি সিট বেল্ট বাঁধল। নিস্পৃহ সূর্য। ভব সংসারের কিছুই যেন টের পাচ্ছে না। সব মিথ্যে। সত্য শুধু ঘনিষ্ঠ বলয়। নেফারতিতি ওরটাও বেঁধে দিল। তারপর ফিরে গেল পূর্ব প্রসঙ্গ এবং কণ্ঠস্বরে- টিনএজারদের মত সারাক্ষণ তোমায় ভাবি। তোমার মুখ কখনো ঝাপসা হয় না। মনকাড়া হাসি ম্লান হয় না। এত কাজ আমার। এত ব্যস্ততা। তার মধ্যেও তুমি হারাও না। এসব কি? কি এটা?

এটা প্রেম।

সূর্য ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। তাকিয়ে থেকেই জবাব দিল, এটা প্রেম ছাড়া আর কিছু নয়।

নেফারতিতি হেসে ফেল্ল- এতকাল পর উনি এলেন প্রেম চেনাতে।

হাসল সূর্যও- সত্যি এটা প্রেম।

চোখ বুজে তখনি আবার বল্লো, আমি তো সত্যি ভালোবাসি।

এবার নেফারতিতি কষ্টে উচ্চারণ করল, একতরফা?

তা কেন হবে? দুতরফাই।

সূর্য চোখ খুলল। চশমা খুলল। দুষ্টু মোহন হাসি দু ঠোঁটে ছড়িয়ে দিয়ে প্রশ্ন করল, অস্বীকার করতে চান; না চাও?

চাইতো!

তাহলে এই যে এতক্ষণ ধরে কথাগুলো বল্লে- এগুলো কি? তোমার কথাগুলো তো আমারও কথা।

কিন্তু সে কি করে হয়?

কি করে হয় না? বাধাটা কোথায়?

সূর্যের কথার মধ্যে বিমানের ওঠা-নামাটা আরও বাড়ল। ঘন কালো মেঘের ভেতর ঢুকে পড়া যন্ত্রপক্ষীর পেটের হ্যান্ড লাগেজ টুপটাপ ঝরছে। কোন দিক থেকে শিশু বা শিশুরা কেঁদে উঠল। ইকোনমি ক্লাস থেকে মহিলাদের ফোঁপানো শব্দ। রীতিমতো অস্থিরতা সেখানে। বিজনেস কম্পার্টমেন্ট মোটামুটি ব্যালেন্স। সূর্য চারপাশে একবার চোখ চালিয়ে সকৌতুকে হাসল- প্রলয় চিন্তায় প্রেমের কথা। প্রণয় পুরুষ সূর্য বলতে চাইছে, নেফারতিতি তোমার ভাবনাগুলো এত মধুর, পৃথিবীর কোন কিছুই গ্রাহ্যের মধ্যে আসছে না। প্রচন্ড ইচ্ছে করছে একটা চুমু খেতে।

সূর্য তুমি বাঁধা রয়েছে বেল্টে।

কথাটা ভুলে যেতে পারলে ভালো হতো।

পুরো যাত্রীদের মধ্যে বোধহয় আমরাই শুধু কথা বলছি।

কেন, খোকা আর তাদের মায়েদের চাপা কান্না? পাইলটের এ সময় কি জানি কি অবস্থা হয়।

তুমিও তো কাঁপছ বীরপুরুষ!

আমি কাঁপছি ভিন্ন কারণে। এত কাছে থেকে তোমাকে পাইনি। ভুল হলো। পেয়েছি অজস্রবার। কিন্তু সে অন্যরকম স্পর্শে। এ রকম বাইরে আসার সুযোগ, তাও তো পেয়েছি। কিন্তু হঠাৎ কি হয়ে গেল। হঠাৎ বা বলি কি করে। কিছুই হঠাৎ করে ঘটে না। একটা ব্রিজ ওঠাতে হলে তাকে অনেক দূর থেকে বাঁধতে হয়। তেমনি একটা সম্পর্কও তৈরি হয় অনেক তলা থেকে। অনেক ভাবাবেগের কাঠখড় পুড়িয়ে চিনতে হয় তার প্রকৃত রূপ।

সূর্য আবেগপ্রবণ হয়ে উঠছিল। ততক্ষণে বিপজ্জনক মেঘের স্তর থেক বেরিয়ে এসেছে যন্ত্রপক্ষী। ও বল্লো, প্লেনটা আচ্ছা বেরসিক তো!

নেশাধরা গলায় নেফারতিতি শুধাল, আজ তোমার কি হয়েছে?

কি জানি। একটা বেপরোয়া অস্থিরতা।

বেল্ট খুলে সূর্য আবার বল্লো, বিস্তর সুযোগের মধ্যেও যে চায় বিস্ফোরিত হতে। কমল দাঁড়াচ্ছে মাঝখানে। তুমি তো আমার অন্তর্যামী।

তুমিও আমার নও?

আমিও নিশ্চয়। কিন্তু-

স্যার জুস্ প্লিস।

কেবিন ক্রু ট্রে হাতে কাছে দাঁড়িয়ে। চশমাটা চোখে পরে একটু রুষ্ঠ স্বরে তাকে ভাগাল সূর্য- আমাদের কিছু লাগবে না। ফোটেন।

বাইরের আকাশ এখন সত্যিকারের আঁধারে ঢাকা। দিক দিগন্তহীন। সামনে আস্ত একটা রাত। দীঘল পরিপূর্ণ। সূর্য আবার হাত ধরল। কর্কশ শ্যামল, সম্মোহক। কাঁধের স্পর্শ আগেরই মতো। আধখানা বুকজুড়ে নেফারতিতি। সূর্য বল্লো, শুনতে পাচ্ছ?

নেফারতিতি জবাব দিল আবেগকম্পিত স্বরে, পাচ্ছি তো। বুকে তোমাকে অনেক নিয়েছি। কিন্তু এমন দাপাদাপি কখনো অনুভব করিনি। সব যেন কেমন হয়ে গেল।

নেফারতিতি চোখ বুজে আছে। সূর্য প্রশ্ন করল, আকাশে প্রেম নিবেদন। কি ভাবছ? কিংবা দেখছ?

জবাবে নেফারতিতি মোহাচ্ছন্ন স্বরে বল্লো, সত্যি দেখছি। বহু দূর থেকে লম্বা এক ঝলক আলো। তুমি বলেছ, পোল বাঁধতে হলে অনেক দূর থেকে প্রস্তুতি নিতে হয়। সেই আলোর ওপারে আমি কাকে দেখছি? তার সঙ্গে জীবনেও দেখা হয়নি। চিকন একহারা শরীরের ওপর বেখাপ্পা একটা মাথা। দেহের তুলনায় রীতিমতো বড়। অদেখা মঙ্গল গ্রহের জীবদের মতো। কিন্তু তাদের চোখ কি এত ধারালো হয়, এত প্রদীপ্ত?

সূর্য ঘোরের ভেতর থেকে প্রশ্ন রাখল, সেই ভদ্রলোক?

নেফারতিতি বোজা চোখে জবাব দিল, পিতামহ নয়। মাতামহ। ভাটি অঞ্চলের জমিদার খান খানান্ জুলফিকার আলী।

উম্, সেমিনারে তার কথা কিছু উল্লেখ করেছিলে।

সূর্য, এ পৃথিবীতে মানুষ আসে, মানুষ যায়।

হাঁ তাই তো নিয়ম।

কিন্তু সম্পর্কগুলো কি যায়? রিপিট হতে থাকে না?

মানুষ তার বরাদ্দ সময়ের জন্য আসে, লম্ফঝম্প করে, যাবতীয় জাগতিক কারবার। তাকে ছাড়া পৃথিবী চলবে না এমনি চিন্তার বিকার। কিন্তু সে চলে গেলেও দুনিয়ায় এক ফোঁটা অচল অবস্থার সৃষ্টি হয় না। প্রিয়জনের দু-এক দিনের শূন্যতাবোধ ছাড়া বিশ্ব গড়ায় আপন গতিতে। তবু আজ এখন আমার সামনে একটা দীর্ঘ আলো দেখছি। তার ওপারে দাঁড়িয়ে সেই, সেই ভদ্রলোক।

নেফারতিতি আরও সরে এলো সূর্যের কাছাকাছি। সামনে জ্যোতির্ময় অতীত।

প্রমত্তা ধলেশ্বরী। তার পারে ঘেঁষে বক্তনগর।

বাৎসরিক আয় ভালো। অমিত তেজা জমিদার খান খানান জুলফিকার আলী। সব সময় যার চোখে জ্বলে দু টুকরো আগুন। শান্ত কিন্তু তাকালেই আঁচ করা যায় তার দাহ।